প্রথম বারের মতো আইন বিভাগের উদ্যোগে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে আয়োজন করা হলো এনভায়রনমেন্টাল ট্যুর

১৬ অক্টোবর ২০২৩, সোমবার, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের উদ্যোগে প্রথম বারের মত "এনভায়রনমেন্টাল ট্যুর" এর আয়োজন করা হয়।

সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। সুন্দরবনের প্রকৃতি, পাখির কলতান, জীববৈচিত্র্য সব পর্যটকের কাছে যেমন প্রিয়, তেমনি বাংলাদেশের জন্য ও সুন্দরবন আশীর্বাদস্বরপ। আইন বিভাগের (পরিবেশ সম্পর্কিত আইন) কোর্সের অংশ হিসেবে পরিবেশ সফরের জন্য নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, আইন বিভাগের স্প্রিং -২০২০ এবং স্প্রিং - ২০২১ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বেছে নেয় করমজল, সুন্দরবন। বিভাগের দুই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৫৭ জন শিক্ষার্থী সকালে ৮টায় করমজলের উদ্দেশ্যে রওনা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে। আইনের শিক্ষার্থী হিসেবে পরিবেশ আইনের বাস্তবিক প্রয়োগ দেখার উদ্দেশ্যে করমজল,সুন্দরবনকে নির্বাচিত করে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশের জীববৈচিত্র্য পরিবর্তন সম্পর্কে

বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন, পরিবেশ সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘন ও তার প্রতিকার, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা।

ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল ও ট্যুরিজম কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের পর থেকে বাংলাদেশের মোট জিডিপির ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ অবদান রাখবে পর্যটন খাত। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এই ম্যানগ্রোভ বন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। জরিপ মোতাবেক ১০৬ বাঘ ও ১০০০০০ থেকে ১৫০০০০ চিত্রা হরিণ রয়েছে এখন সুন্দরবন এলাকায় এবং তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সুন্দরবনের পরিবেশকে সুন্দর রাখতে হলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে সুন্দরবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও টেলিফোন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন দরকার। সর্বোপরি পর্যটকদের ভ্রমণের স্থানগুলো নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।